আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

প্রামাণিক আঞ্চলিকঃ এক বৃহত্তরের দীপিকা

বইটা যেদিন আমি পেলাম সেদিন রেডিওতে উল্কাঝড়ের কথা শুনলাম। এক বিরাট উল্কাঝড় দেখতে পাওয়া যাবে পরদিন ভোরে। সিনসিন্যাটিতে শহরকেন্দ্র বাদ দিলে খুব উঁচু বাড়ি নেই। কিন্তু কাছাকাছি কোনো টিলার মাথায় গাড়ি নিয়ে ভোর ভোর চলে গেলে, দেখা যায়। ভাবছিলাম যাবো কিনা। শেষ পর্যন্ত ব্যস্ত জীবন উল্কাস্রোত ও ভোরবেলা দুটোই ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু বইটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যে প্রথম কবিতায় ঠেকি সেখানে আচমকা উল্কাস্রোতের কথা। কি কাকতালীয়!

কবি লিখছেন –

তোমার মধ্যম থেকে ক্রমশ হ্রস্বতর জীবনের
খুব প্রশংসা করবো

ও কিন্তু একটু সময় নেবে

আমি পেরিয়ে আসবো *পোকার*-শিল্প
উবাচ
কাঠের ফলকের ওপর বিশ্রীভাবে
পুড়িয়ে দাগা
বা পট-পাউরি বুটিকে

*

সত্যিই
কিছুই কিন্তু টের পেতাম না
ময়লা কাপড়ের দলায়

অপরাধবিজ্ঞান বলে –
অনবধানতাকে স্বীকার করে নেওয়া
সততার প্রমাণ

কিন্তু
দেখবেন
বেশিরভাগ ছবির ভিলেনেরই
দাঁত জঘন্য

সাধারণ জীবনে
আমার দাঁতের ডাক্তার
মার্কিন হাসিটা ঠিক দিতে চায় না
আর আমিও অনুনয় করিনা

*

...
সবটাই অজানা
অ্যামেচার ভাবুকের
সম্ভাবনা
আত্মপরিচয় সম্বন্ধে
উদাসীন
এটা নিয়েই আমাকে কাজ করে যেতে হবে

*

বাইরে দাঁড়িয়ে আজ
অনেক সময় নিয়ে
খুঁজলাম সেই উল্কাস্রোত,
মরা ধূমকেতুর ধুলো আর হিম
যার কথা রেডিও জানিয়েছিলো

পেলাম না
...
(অ্যালিবাইগুলো)

আমার না-পাবার পর মিথ্যে সান্ত্বনা, না-থাকার ওজর, কি আশ্চর্যভাবে এক সহোদর-ভাবনাকে পেয়ে গেলো। আসলে এক্ষেত্রে সহোদরা বলাই ভালো। বইটার নাম – *প্রামাণিক আঞ্চলিক* (Authentic Local)। এসেছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে। কবির নাম পাম ব্রাউন (Pam Brown)। পামের নাম প্রথম শুনি বছর ১০-১২ আগে। অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা বৈদ্যুতিন কবিতাজালিকা Jacket Magazine এর প্রখ্যাত কবি-সম্পাদক জন ট্র্যান্টরের সাথে যোগাযোগ হয়। উনি আমাকে কিছু ইংরেজী কবিতা পাঠাতে বলেন। বলেন, পামকে পাঠিয়ো, সে আমার সহসম্পাদিকা। পাম আমার দুটো কবিতা নেন। সে সময়েই ওঁর কবিতা একটু খুঁজে দেখি এবং বেশ লাগে। জানতে পারি বয়সে পাম ব্রাউন আমার চেয়ে সামান্য বড়। সিডনীর কাছে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার নতুনধারার কবিতার এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিনিধি। সম্প্রতি কী একটা ব্যাপারে আবার পামের সাথে যোগাযোগ হয়, তখনই আমরা ঠিক করি নিজেদের একটা বই বদলাবদলি করবো। আমি ওঁকে পাঠাই প্যাট ক্লিফর্ডের সাথে লেখা আমাদের যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'The Memorandum/ মৌ'। আর পাম পাঠায় 'প্রামাণিক আঞ্চলিক'।

আপনার স্থানীয়তাকে নিজের কবিতার গুহার ভূমিকায় দেখেছেন কত কবি। উইলিয়াম কার্লস উইলিয়াম্‌স, আমাদের জীবনানন্দও। যখন বাংলার গ্রামে থেকেছেন, রূপসী কালকে খুঁজে পেয়েছেন, নেড়েচেড়ে দেখেছেন সেখানেই। আবার শাহরিক জীবনের দলিল হয়েই এসেছে এক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। পাম ব্রাউনের এই বইটাও তাই। সেই একই প্রয়াসের। ছোট মেয়েটির আয়নায় ধরা আকাশগঙ্গার পোর্টাল। বৈশ্বিকতার বিস্তৃতির কোনো কার্তিকেয় খোঁজ নয়, বরং নিজের মাকেই (পড়ুন 'আঞ্চলিকতাকে') এক পাকে টুক করে ঘুরে নেওয়া গনেশ। কেবল পাম শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতির নানাদিকে, নানা আবর্তে ঘোরেন শুধু নয়, তিনি শারীরিকভাবে ভ্রমণও করেন, এবং তখন তাঁর স্থানীয়ও তারঁ সাথে সাথে ঘুরতে থাকে চামড়াদড়ির ওপ্রান্তে বাঁধা পোষ্যের মত। এমনকি ভারতেও তাঁর পা পড়ে। 'ভারতীয় গ্রীষ্ম' কবিতায় আমরা জীবন্ত দেখতে পাই পামের ভ্রামণিক স্থানীয়তাকে -

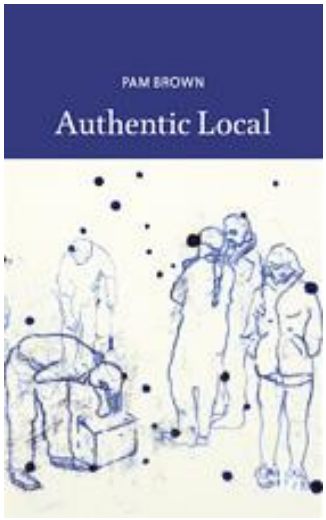

প্রামাণিক আঞ্চলিক-এর প্রচ্ছদ

পাম ব্রাউন

রাত দুটোর
কোয়েল
অথচ পান্থের ঘড়ি বলছে
দুটো-দশ

সোডিয়াম-জ্বলা
শহর

কংক্রীটের নিচে
নকল ঝিলে
ব্যাঙাচিরা ঠকায়
বাইরে মঁ-ব্লাঁ
মডেল রেলওয়ে সাজানো

ফ্রি-হোম "ডেভিল্‌রি" দেবে ওরা
এক সাগরচিল
একটা কাক
যেন ফিটস্‌রয় *

বড়, ধুমসো এক
ছুঁচো
ভোরের ছাদে

বুঝিনা এই
গহিন আকাশ,
কীভাবে যে ঐ দক্ষিণের বাঁক পাবো
আমরা ভুলে গেছি

*ফিটস্‌রয় অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার কাছে একটা জায়গা

এক সমালোচক পামের কবিতা সম্বন্ধে লেখেন – 'পাম ব্রাউনের কবিতা সমসাময়িক অস্ট্রেলিয় জীবনের ধ্বনিসত্তা ও স্বল্পস্থায়ীকে ধরতে পারে। ওঁর শব্দ ব্যবহার মিত ও ঝকমকে, যা আমাদের অতিচর্চিত পলিটিকের এক ঝলমলে সুভ্যেনির, অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাসী পাশ্চাত্য ভোগকে ধরতে পারে আবার সে একইসঙ্গে স্বভাবজ ও হাতেগড়া। আধুনিক পরীক্ষাশীলকে সাময়িকভাবে ধার করার চেয়ে পাম তার হিরোগিরির উর্ধ্বে চলে যান, এবং এমন এক ধারাভাষ্য গড়েন যা স্বল্পবাক, মাটিতে-পা অথচ আস্বাচ্ছন্দ্য-প্রদায়ী। তার বড়ো-জাগতিক স্থানিকতা ও অপ্রাকৃতিকতার মধ্যে দিয়ে 'প্রামাণিক আঞ্চলিক' তার নিজের শীর্ষককে চ্যালেঞ্জ করে তো বটেই, সাথে সাথে আমাদের এক ইউটোপিয়, পোতাশ্রয়ী, বাসাবাড়ির ভাষার কাছাকাছি আনে'। এর ওপর খুব একটা কিছু বলার নেই পামের কবিকৃতি সম্বন্ধে।

কিছু কিছু কবিতাংশ তুলে দিচ্ছি যা খুব সহজতার সাথেই পাম ব্রাউনের কবি-স্বভাবের আপন পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারবে।

আমার হাতে মাত্র এক ঘন্টা আছে
ফক্স স্টুডিওতে পৌঁছতে
তবু দেখো তোমার কবিতাগুলো না পড়ে
থাকতে পারছি না
তুমি যেভাবে 'কফি শপ' লেখো না!
একেবারে অস্ট্রেলিয়দের মতো কখনো 'কাফে' লেখো না
বা যেমন পুরনো ইউরোপে বলে – 'বার'
যেখানে লোকে বসে কফি খায়
সে যাই হোক, অস্ট্রেলিয় কায়দার জন্য কিন্তু না, তোমার ওভাবে
বলাটাই আমার ভালোলেগেছে
আমি আমার কবিতায় 'কাফে' লিখেছি
শুধুমাত্র এক নিকট রিদমের খোঁজে

- (দিনরাত, তোমার কবিতা)

একটা কবিতা আগাগোড়া পাম লিখে গেছেন ফরাসী ও অস্ট্রেলিয় ইংরেজি মিশিয়ে। এক লাইন ফরাসী, এক লাইন ইংরেজী। কিছু কবিতায় আসছে ভারতীয় শব্দ, ইস্পানি বা ইতালীয় বা আরবী শব্দ। যুক্তরাষ্ট্রের কবিদের – গ্রেগরি করসো, জন অ্যাশবেরি, লোরিন নিডেকার-দের উল্লেখ বারবার। কোথাও আচমকা পাসোলিনির ছবির কথা। একটা আলগা আন্তর্জাতিকতা, যা আজকের বৈশ্বিক নগরায়নের মৌলিক ধর্ম, পাম ব্রাউনের কবিতার পাটাতন। একটা উদাহরণ –

২৪ বছর আগেকার তোমার
ওই ফরাসী রকার পাল্টাও

(ঠিক 'গ্রীন ওনিওন' নয়)

৪০ বছর আগেকার
একটা পাসোলিনি-ছবি দেখো

গুগল করে দেখো –
La Rabbia

ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে
মর্গানদের বুটিক হোটেলে
জন অ্যাশবেরি ও তার পুরুষপ্রেমিক ছিলেন
যেখানে আমি আর জেনও
গত সপ্তাহে করলাম
...
...
৮১তে
ল্যান্ডিস এভারসন *
নিজেকে গুলি করলেন।
অসুস্থ, ক্লান্ত
যন্ত্রণায় ধরাশায়ী –
অবহেলিত
অবশেষে পুনরাবিষ্কৃত
পুনঃপ্রকাশিত

অপশানগুলো
(এখনো আলো আছে)

*ল্যান্ডিস এভারসন বার্কলে রেনেসাঁর এক মার্কিন কবি যিনি রবার্ট ডানকান, রবিন ব্লেসার, জ্যাক স্পাইসারদের সমসাময়িক। এক সময় দুর্দান্ত লিখতেন। তারপর আচমকা লেখা ছেড়ে দেন। ৮১ বছর বয়সে ২০০৭ সালে আত্মহত্যা করেন।

গ্রন্থসূত্রঃ

Authentic local, Pam Brown, SOI3 Modern Poets,
An imprint of Paper Tiger Media (2010).
ISBN: 978-0-9807695-1-7

== ।। ==